ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে ৪৭ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪৭ জন আটক করেছে মহেশপুর বিজিবি ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)। গতকাল শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) দিনভর ৫৮ বিজিবি’র বেশ কয়েকটি আভিযানিক দল সুগঠিত হয়ে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে রাতভর মহেশপুর উপজেলার মাটিলা, খোসালপুর, পলিয়ানপুর, বাঘাডাংগা, শ্যামকুড় এবং লড়াইঘাট সীমান্ত এলাকায় বেশ কয়েকটি স্থানে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এই আটক করা হয়।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন ৫৮ বিজিবি মিডিয়া সেলের পরিচালক আজিজুস শহীদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযানে ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা কালে সর্বমোট ৪৭ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন নারী, ১৯ জন পুরুষ এবং ১৬ জন শিশু রয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। আটককৃতদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি ইতোপূর্বেও ৫৮ বিজিবির টহল দলের নিকট ধরা পড়েছিলেন। আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করেন, চলতি নভেম্বর ২০২৪ মাসে সর্বমোট ৩৩১ জনকে এবং গত ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ হতে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মহেশপুর ব্যাটালিয়ন বা ৫৮ বিজিবি কর্তৃক আটককৃত অবৈধ পারাপারের সময় আটক হওয়া ব্যাক্তিদের সংখ্যা হলো-বাংলাদেশী নাগরিক-৮৮৫ জন, ভারতীয় নাগরিক-২৮ জন, মায়ানমার রোহিঙ্গা নাগরিক-২০ জনসহ সর্বমোট আটককৃ দের সংখ্যা ৯৩৩ জন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন প্রাক্তন মন্ত্রী, বেশ করেকজন ছাত্রলীগ ক্যাডার, ৩ জন জেল পলাতক আসামী, ১ জন আনসার বিদ্রোহের সক্রিয় সদস্য, কয়েকজন একাধিক মামলার আসামী এবং ০১ জন ভারতীয় পুলিশ সদস্য রয়েছে বলে জানান।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে ৫ কেজি স্বর্ণের বারসহ আটক ২

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৫ কেজি ৪৭৮.৫৩ গ্রাম স্বর্ণেও ৪৬টি বারসহ ২ জনকে আটক বিজিবি। গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) বিকাল ৫টার দিকে এ স্বর্ণের বারসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮বিজিবি) এর পরিচালক আজিজুস শহীদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানান, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় দুই জন চোরাকারবারী বাংলাদেশ হতে ভারতে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে মহেশপুরের সামান্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে গমন করবে, এরকম সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার (১৮ নভেম্বর) বিকালে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধিনায়কের দিক নির্দেশনায় সামান্তা বিওপি’র একটি চৌকষ টহল দল সীমান্ত পিলার ৫৯/৩-এস হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রায়পুর গ্রামের মোঃ আলতাফ হোসেনের ধান ক্ষেতের মধ্যে অবস্থান করে। গোয়েন্দা তথ্যের বর্ণনা মোতাবেক আনুমানিক ৫টার দিকে ২ জন চোরাকারবারী পায়ে হেটে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় টহল দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে চোরাকারবারীরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি টহলদল কর্তৃক স্বর্ণ চোরাকারবারী মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল (৬০) ও মোঃ দুলাল (৪৮) কে আটক করে। পরবর্তীতে আটককৃতদের শরীর তল্লাশী করে কোমরে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় সর্বমোট ৪৬টি দেশীয় গলানো স্বর্ণের ফ্লাটবার পাওয়া যায়, যার ওজন-৫ কেজি ৪৭৮.৫৩ গ্রাম এবং আনুমানিক মূল্য ৫কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৩ হাজার দুইশত দশ টাকা।

আটককৃতরা হলেন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার রায়পুর গ্রামের মৃত রজব আলীর ছেলে মোঃ আব্দুল কাদের মন্ডল এবং একই গ্রামের মৃত ইয়ার আলীর ছেলে মোঃ দুলাল।

আটককৃতদের স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বহন ও নিজ জিম্মায় রাখায় গ্রেফতার করে মহেশপুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং স্বর্ণের বার ঝিনাইদহ ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৩ রোহিঙ্গাসহ আটক ১০

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার রাতে উপজেলার শ্রীনাথপুর সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আজ রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পরিচালক লে. কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ জানায়, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করা হয়।

সেসময় উপজেলার শ্রীনাথপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ জন রোহিঙ্গার মধ্যে ১ জন নারী ও দালালের সহযোগী মাইক্রোবাস চালকসহ মোট ১০ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ আটক ১৭

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৩ রোহিঙ্গা নারীসহ ১৭জনকে আটক করেছে বিজিবি। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার সামন্তা, বাঘাডাঙ্গা ও খোশালপুর সীমান্ত এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আজ শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির পরিচালক লে. কর্ণেল শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ জানায়, মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করা হয়।

সেসময় ওই ৩ টি সীমান্ত এলাকা থেকে ৩ জন রোহিঙ্গা নারী ও দালালের সহযোগী মাইক্রোবাস চালকসহ মোট ১৭ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আটককৃতদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে ভারতীয় মর্টার সেল, বিজিবির প্রতিবাদ

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে পাওয়া গেলে ভারতীয় মর্টারসেল। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) সকালে মহেশপুর উপজেলার লড়াইঘাট সীমান্তে একটি সীমের জমিতে মর্টার সেলটি পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানায়, গত ১৬ আগস্ট রাত ১০ টার দিকে বিজি লড়াই ঘাট বিজিবি ক্যাম্প থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরে বিকট শব্দ হয়ে চারপাশ আলোকিত হয়ে যায়। আলো ও শব্দের উৎস জানতে না পারায় বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে নিয়েছিলো এলাকাবাসী। আজ শনিবার সকালে ওই গ্রামের কৃষক নাজু হোসেন তার সীমের জমিতে গিয়ে মর্টারসেলটি দেখতে পেয়ে বিজিবে খবর দেয়। পরে বিজিবি এসে পুরো এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

কৃষক নাজু হোসেন বলেন, আমরা ১৬ তারিখে ভেবেছিলাম ড্রোনের কারণে বা অন্য কোন কারণে এমন হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেসময় তেমন গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু আজ সকালে মাঠে গিয়ে মর্টার সেল দেখতে পাই। আমার তো খুব আতংকে আছি।

এ ব্যাপারে খালিশপুর ৫৮ বিজিবির অতিরিক্ত পরিচালক মেজর মোল্লা ওবায়দুর রহমান জানান। মর্টার সেল পাওয়ার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের কাজে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে। সেই সাথে পতাকা

বৈঠকের আহ্বান করা হলে তারা আজ করতে অস্বীকার করেছে। তবে আগামীকাল পতাকা বৈঠক হবে। ঢাকা থেকে বোম্ব ডিস্পোজাল ইউনিট এসে মর্টার সেল নিস্ক্রিয় করবে বলে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

ভয়ংকর মাদক LSD সহ ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিজিবি’র হাতে আটক তিন মাদক ব্যবসায়ী।

মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাদের আটক করে। বিজিবি মহেশপুর (৫৮) ব্যাটালিয়ানের পাঠানো এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় ২৭ আগস্ট আনুমানিক ১২টার সময় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৬১/৭-এস এর নিকট দিয়ে মাদকের একটি বড় চালান ভারত হতে বাংলাদেশে পাচার হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুসুমপুর বিওপির নায়েব সুবেদার আব্দুস ছালাম এর নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি চৌকষ আভিযানিক দল বিত্তিপাড়া গ্রামের মোঃ আজাদ এর আম বাগানের মধ্যে মাদক চোরাকারবারীদের ধরার জন্য সাড়ে টা হতে কৌশলে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষ করতে থাকে।

একপর্যায়ে রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে কয়েকজন চোরাকারবারী মাথায় বস্তা নিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে প্রবেশ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চোরাকারবারীরা টহল দলের নিকটবর্তী হলে টহল দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে তারা প্রথমে বস্তাসহ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললে তারা বস্তা ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ৩ জন চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন মোঃরিয়াজ (২২), পিতা-শফিকুল ইসলাম, গ্রাম-পিপুলবাড়িয়া, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, মোহাম্মদ ইমাম হোসেন (৩৯), পিতা-জাফর শেখ, গ্রাম-কালাচাঁদপুর, লোহাগাড়া, নড়াইল ও মোবারক আলী (২৬), পিতা-শের আলী, মহেশখালী, কক্সবাজার।

এছাড়া আভিযানিক দল ঘটনাস্থলে তল্লাশী চালিয়ে ভারত হতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ আনা ৭ বোতল এলএসডি (প্রতি বোতল ১০০ এমএল), মোবাইল, জর্জেট শাড়ী, বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স, ঔষধ ও বিবিধ মালামাল জব্দ করে। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য ৭,৩৪,৬৯,৪০৪/- (৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০৪) টাকা।

গ্রেফতারকৃত আসামী এবং উদ্ধারকৃত মালামাল আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির অভিযানে নারী পাচারকারী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে গুলি চালিয়ে বিকাশ সরকার (৪১) নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে ৫৮ বিজিবি। রোববার রাতে মহেশপুর উপজেলার হুদাপাড়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নারী পাচারকারী বিকাশ সরকার নদীয়ার কল্যাণী থানার মাঝের চর কল্যাণী গ্রামের রায়মোহন সরকারের ছেলে এবং পেশাদার নারী পাচারকারী।

আজ সোমবার মহেশপুর ৫৮ বিজিবির এক বিবৃতিতে এই খবর জানানো হয়।

বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, রোববার রাতে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবি জানতে পারে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা সীমান্ত পিলার ৬০/২৯-আর হতে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাঘাডাংগা গ্রামের হুদাপাড়া এলাকা দিয়ে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে তিন বাংলাদেশী নারীকে একত্র করা হয়েছে।

খবর পেয়ে মহেশপুরের বাঘাডাংগা এলাকায় ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ টহল দল পাচারের উদ্দেশ্যে রাখা তিন নারীর অবস্থান নিশ্চিত করে বিজিবি সেখানে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে। রাত গভীর হলে শুন্য লাইনের কাছাকাছি অজ্ঞাত এক ব্যক্তি পাখির ডাকের মতো শব্দ করে ওই

নারীদের উদ্দেশ্যে সংকেত প্রেরণ করতে থাকে। দূরত্ব বেশী হওয়ার কারণে নারীরা সংকেত বুঝতে পারে না। এ সময় ভারতীয় মানব পাচারকারী বিকাশ সরকার অবৈধভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং দ্রুত ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

বিজিবির টহল দল তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করলে তারা ভারত অভিমূখে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ফ্রন্ট লাইনে তিন নারী থাকায় ভারতীয় মানব পাচারকারীকে লক্ষ্য করে গুলির পরিবর্তে বিজিবি ফাঁকা গুলি চালায়। গুলির শব্দে ভারতীয় মানব পাচারকারী সদস্য আতংকিত হয়ে মাটিতে বসে পড়লে বিজিবি সদস্যরা তাকে ঘিরে ফেলে এবং তিন নারীসহ আটক করে। আটক বিকাশ সরকারের কাছ থেকে ভারতীয় আদার কার্ড এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে বিকাশ সরকার স্বীকার করেছে তিনি মানব পাচারকারী দলের সক্রিয় সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ ভাবে মানব পাচারের সাথে জড়িত রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা তিন বাংলাদেশী নারীকে যশোরের জাস্টিস এন্ড কেয়ার নামে একটি সংস্থার প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ ঘটনায় সোমবার সকালে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪০টি স্বর্ণের বারসহ আটক ২

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ৪০টি স্বর্ণের বারসহ ২ জন পাচারকারীকে আটক করেছে ৫৮ বিজিবি। মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, মহেশপুর উপজেলার পলিয়ানপুর সীমান্ত দিয়ে স্বণের একটি বড় চালান বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচার হবে। খবর পেয়ে পলিয়ানপুর বিওপির একটি বিশেষ টহলদল ছয়ঘড়িয়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে দুইজন ব্যক্তি মোটরসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে যাওয়ার সময় বিজিবি টহলদল তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে থামায়। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল তাদের দেহ তল্লাশি করে একজনের কোমরের মধ্যে সাদা কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় ৪০টি স্বণের বার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। আটকৃত স্বণের ওজন ৪.৬৩৩ কেজি এবং বর্তমান বাজারমুল্য প্রায়-৪,৪৮,০০,০০০/- (চার কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা।

আটককৃত ব্যক্তিরা হলো- মহেশপুর উপজেলার ছয়ঘড়িয়া গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে মোঃ জসিম উদ্দিন (৫৩) এবং মৃত আকতার আলীর ছেলে মোঃ হুমায়ন কবির (৪০)।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লে.কর্নেল এইচ এম সালাহউদ্দিন চৌধুরী মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মহেশপুর সীমান্তে স্বর্ণের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দু’জনকে গুলি করে হত্যা,আহত ১

স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে শামীম মন্ডল (৩৫) ও মন্টু মন্ডল (৪৭) নামের দু’জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এসময় নিহত শামীমের বাবাও সামছুল মন্ডল (৬৫) গুলিতে আহত হয়। তাকে আহত অবস্থায় মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ নিহতদের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়েছে।

এ ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার বিকাল ৪টার দিকে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের সীমান্ত বর্তী বাঘাডাঙ্গা গ্রামে। তবে ঘাতক তরিকুল ইসলাম ওরফে আকালেকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এলাকাবাসী জানান, বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকা দিয়ে র্দীঘ দিন ধরে শামীম,মন্টু,তরিকুলসহ ৫/৬ জন স্বর্ণের চারাচালান ব্যবসা করে আসছিলো। আর স্বর্ণ চোরাচালানীর টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরে তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো।

নিহত শামীমের চাচাতো ভাই কামরুজ্জামান জানান, তাদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনে আজ বুধবার বিকালে ঘাতক বাঘাডাঙ্গা গ্রামের পনিআটি পাড়ার টেনা মন্ডলের ছেলের তরিকুল ওরফে আকালের কাছে পাওনা টাকা চাইতে যায় বাঘাডাঙ্গা গ্রামের সামসুল মন্ডলের ছেলে শামীম ও একই গ্রামের মন্টু। তখন তরিকুল, শামীম ও মন্টু মধ্যে টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এর এক পর্যায়ে তরিকুল ওরফে আকালের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে শামীম ও মন্টুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে মহেশপুর থানা পুলিশ ঘটনা স্থল থেকে ২টি গুলির খোশা ও তীরধনুক উদ্ধার করেছে।

নেপা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুল আলম মৃধা জানান, তাদের মধ্যে চোরাচালানের টাকা পয়সা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের কারনেই এই হত্যা কান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মহেশপুর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) মাহাবুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, নিহতদের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার নিহতদের লাশ ঝিনাইদহ মর্গে প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান, আসামী ধরতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চলছে।